মেহেরপুরে চলছে চিকিৎসার নামে গলা কাটা বাণিজ্য

এম এফ রুপক/ ফয়সাল আহমেদ:

হাসপাতাল আছে, আছে যন্ত্রপাতি, ঔষধ সরবারহ হচ্ছে নিয়মিত, আছে চিকিৎসক, আছে নার্স-আয়াসহ কর্মকর্তা কর্মচারী। শুধু নেই কাক্সিক্ষত চিকিৎসা সেবা। জেলা শহর থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লী পর্যন্ত সবখানেই অভিন্ন অবস্থা। চিকিৎসকের বদলে নার্স, ওয়ার্ডবয়, আয়াসহ দালালরা নানা কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থ। হাসপাতালে প্রশাসনিক বিভাগ তৎপর থাকলেও থামানো যাচ্ছে না তাদের। সরকারি স্বাস্থ ব্যবস্থার অবহেলার সুযোগে প্রাইভেট ক্লিনিক ও চিকিৎসকের অযথা টেস্ট করানোর প্রবণতাকে পুজি করে এ জেলার অধিবাসিদের প্রতিদিনই চিকিৎসার নামে গলা কাটা হচ্ছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের জন্য আছে আর্কষণীয় ও লোভনীয় কমিশন। সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করাতে পারলেই শতকরা ৪০ ভাগ কমিশন যায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা দালালদের পকেটে।

তেমনি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষার নামে রোগী পাঠানোর বিনিময়ে পেয়ে থাকেন একই কমিশন। এ কমিশন বাণিজ্যের কারণে চিকিৎসা ব্যয় বেড়েছে বহুগুন। “যত টেস্ট তত কমিশন” এ নীতিতেই চলছে চিকিৎসা বাণিজ্য। কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে হবে সেটাও বলে দেন চিকিৎসক। সরকারি হাসপাতালের একশ্রেণীর চিকিৎসকের সহায়তায় ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিকদের যথেষ্ট টেস্ট-বাণিজ্য চলছে বছরের পর বছর। ডায়াগনস্টিক প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সিটিস্ক্যান ৪ হাজার টাকা, এমআরআই ৪/৫ হাজার টাকা, প্রায় ২ শত ধরনের রক্ত পরীক্ষা ২শ’ থেকে শুরু করে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি পরীক্ষা ৪/৮ হাজার টাকা, এফএনএসি (ফাইন নিডল এসপাইরেশন সাইটোলজি) ১ হাজার টাকা, হিস্টো ৬শ’/ ১ হাজার টাকা। এছাড়ও ইকো, আল্ট্রাসনোগ্রামসহ আছে অনেক জটিল পরীক্ষা। শুধু কমিশনের আশায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে রোগীদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে টেস্টের লিস্ট।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক জানান,

অনেক দেখা যায় কোন হার্টের রোগীর ইসিজি করলেই যথেষ্ট, কিন্তু তার সাথে বা প্রথম বারেই ইকো করার জন্য প্রেসক্রাইব করেন চিকিৎসক। এক্ষেত্রে এক পরীক্ষায় একজন চিকিৎক ৮শ টাকা কমিশন পাবে।

গত বুধবার সকালে চিকিৎসা নিতে আসা ইয়াজ্জদীন আলী (৬৫) জানান, হাটুতে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলাম। ছোট কাগজে দুইটি এক্সে, একটি রক্ত পরীক্ষা ও ডায়বেটিস পরীক্ষা দিয়েছে। আমার কাছে অতো টাকা নেই বাপু। সামনের দোকান থেকে কিছু ব্যথার ঔষধ নিয়ে বাড়ি যাবো।

এছাড়াও হাসপাতাল ও ক্লিনিক গুলোতে ঔষধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টিভদের অত্যাচারতো আছেই। নিদিষ্ট ব্যান্ডের ঔষধ প্রেসক্রাইব করার জন্য নিয়মিত উপঢৌকন দিয়ে থাকেন তারা। রোগীর চিকিৎসকের রুম থেকে বেরোনোর সাথে সাথে হুমড়ী খেয়ে পড়ে নিজেদের কোম্পনীর ঔষধ প্রেসক্রাইব করেছে কিনা দেখার জন্য। আবার তথাকথিত ডাক্তার চেম্বারের নিজস্ব ফার্মেসি থেকেই রোগীদের বেশি মূল্যে ঔষধ কিনতে বাধ্য করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার মখলেছুর রহমান জানান, হাসপাতালকে দালাল মুক্ত করার জন্য কতৃপক্ষ কঠর ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা হাসপাতালের নিরাপত্তা ও দালাল মুক্ত করার জন্য পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে হাসপাতালে রোগীদের সর্বোচ্চ চিকিৎসেবা দেওয়া হচ্ছে।

রোগীদের সাথে নার্স ওয়ার্ড বয়ের অর্থ বাণিজ্যের বিষয়ে তিনি বলেন, যারা এখানে বিনা বেতনে চাকরি করে তাদেরকে আমরা নিজস্ব ফান্ড থেকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। তবে রোগীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। সেই সাথে অফিস চলাকালীন সময়ের বাইরে ডাক্তারদের তো অন্য জায়গায় রোগী দেখার সুযোগ দিয়েছে সরকার। সে ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নেই।

কুষ্টিয়ায় পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো ম্যাম বিউটি পার্লারের উদ্যোগে বিউটিফিকেশন ও পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে শহরের কলাপাতা রেস্টুরেনেটে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক মিরপুর শাখার ব্যবস্থাপক শাহ মোহাম্মদ ইনামুল কবীর বলেন, একজন উদ্যোক্তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যোগ্যতা থাকলে তিনি নতুন নতুন ব্যবসা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারবেন, ধারনা সৃষ্টি করতে পারবে। আজকের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলারা কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে এই ট্রেনিং সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষার বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, নারী জনশক্তিকে দক্ষ করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে সাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। নারীদের শিক্ষিত হয়ে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে হবে। তাই নারীরা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের কর্মসংসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষমতা লাভ করবে।

ম্যাম বিউটি পার্লার এর সত্ত্বাধিকারী ফারজানা আক্তার দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এতে কুষ্টিয়া, পাবনা, ঝিনাইদহ ও রাজবাড়ী জেলার ২০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

মিরপুরে পাঁচ শিক্ষককে

অর্থদণ্ড

সরকারি নির্দেশ না মানায় পাঁচ শিক্ষককে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন-মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের নিমতলা গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শুভ (২০), সোহাগ আলী (১৭), সদরপুর ইউনিয়নের সদরপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে ফিরোজ মাহমুদ (৩০), ফরিদুজ্জামান (২০) এবং আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়ীয়া গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে রশিদ আহম্মেদ (২১)।

গতকাল শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাসের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের একটি দল উপজেলার নিমতলা এলাকার ‘নিমতলা দারুস সালাম অনলাইন মডেল স্কুল-এ অভিযান চালায়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস জানান, গতকাল শনিবার দুপুরে করোনাভাইরাসের সংক্রামণ রোধে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে উক্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান করানো হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

এসময় বিদ্যালয়ে গিয়ে তার সত্যতা পাওয়া গেলে বিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষককে আটক করা হলে তারা সরকারি নির্দেশনা অমান্যের বিষয়টি স্বীকার করেন।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানবাধিকার এ্যাওয়ার্ড প্রদান

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উৎযাপন উপলক্ষে গতকাল শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে আমঝুপিতে মানব উন্নয় কেন্দ্র (মউক) মানবাধিকার এ্যাওয়াড প্রদান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে এ্যাড. মিয়াজান আলী সভাপতি করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন ও পি পি এ্যাড. পল্লব ভট্রাচার্য তরুন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলার ২০ জন মানুষকে সমাজে অবদান রাখায় সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

যৌতুক না দেয়ায় শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্ত্রীকে পেটালেন হুজুর

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক হুজুরকে যৌতুকবাবদ গাড়ি কিনে না দেওয়ায় স্ত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে পিটিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার।

জানা যায়, শৈলকুপার হাকিমপুর গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে মওলানা মাহফুজুর রহমান হাকিমপুরী ২য় বিয়ে করেন শান্তিডাংগা গ্রামের আজিজুর রহমানের কন্যা হাফেজা ফাতেমা তাসলিমকে। সে শেখপাড়া বাস স্ট্যান্ড জামে মসজিদের ইমাম। সে ইমামতি পেশার সাথে বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ নসিয়ত করে বেড়ায়।

যার জন্য গাড়ি কেনার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় শ্বশুরের কাছে ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে, শ্বশুর আজিবর রহমান এই টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে বেধড়ক পেটান।

বর্তমানে তারা শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে আছেন। শ্বশুর আজিবর রহমান বলেন, সে প্রায়ই আমার কাছে গাড়ি কেনাবাবদ ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে আসছিল। কিন্তু আমি গরীব মানুষ হওয়ায় টাকা দিতে পারিনি।

এত টাকা আমি কোথায় পাবো। মওলানা মাহফুজুর রহমান বলেন, রাগের মাথায় আমি মারপিট করেছি, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দেন। এব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, অভিযোগ

পেয়েছি, বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য তার ১ম স্ত্রীর সাথে যৌতুকের কারণে কোর্টে মামলা চলছে।

করোনাভাইরাসে দেশে প্রাণহানি ৭ হাজার ছাড়াল

করোনাভাইরাসে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ৩২৯ জন।

শনিবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতর এক বুলেটিনে দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির সর্বশেষ এই তথ্য জানিয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত ১ হাজার ৩২৯ জনকে নিয়ে দেশে আক্রান্তে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৮৯ হাজার ১৭৮ জন। আরও ৩৪ জনের মৃত্যুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭ হাজার ২০ জন হয়েছে।

গত একদিনে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৩ হাজার ১৮৫ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৪ লাখ ১৭ হাজার ৫০৩ জন হয়েছে।

দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গত ৮ মার্চ। এর ১০ দিনের মাথায় ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর খবর আসে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনে করোনাভাইরাসের উপদ্রব শুরু হয়। এটি বর্তমানে বিশ্বের ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ১১ মার্চ কোভিড ১৯-কে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

মওলানা ভাসানীর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী আজ

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী আজ। বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করছে।

১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের সয়া-ধানগড়া গ্রামে তার জন্ম। তার বাবার নাম হাজী শরাফত আলী খাঁ ও মায়ের নাম মজিরন বিবি। তার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছেন টাঙ্গাইলের সন্তোষে।

মওলানা ভাসানী রাজনীতির আলোক বর্তিকা হাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এর আলো ছড়িয়েছেন। তিনি সারা জীবন সাধারণ মেহনতি মানুষের কল্যাণে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তার উদ্যোগে ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বঙ্গবন্ধুও তাকে শ্রদ্ধা করতেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

দিনটি উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ ১১টায় নয়াপল্টনের যাদু মিয়া মিলনায়তনে মওলানা ভাসানীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ। একই সঙ্গে দলের সব মহানগর, জেলা ও শাখা কমিটি স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

দিনটি উপলক্ষে ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। সকালে তার মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আলাউদ্দিন। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দরবার হলে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় ও মওলানা ভাসানী স্মৃতিসৌধ

ব্যবস্থাপনা কমিটির আয়োজনে আলোচনা সভা ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এ সময় মওলানা ভাসানীর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জিয়ারতের উদ্দেশে আগত সবাইকে মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং গণজমায়েত পরিহারসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে বলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে ৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা নির্বাচন অফিসে এ প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা তারেক আহম্মেদ প্রার্থীদের হাতে প্রতীক তুলে দেন। নির্বাচনে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসান সার্বিক সহযোগিতা করেন।

নির্বাচনে মেয়র পদে সাত জন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১৩ জন এবং নয়টি ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৬৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।’

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনে ৬৭ হাজার ৭৭৪ জন ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৩২ হাজার ৮০৪ এবং নারী ৩৪ হাজার ৯৭০ জন। ৩৩টি ভোটকেন্দ্রে আগামী ২৮ ডিসেম্বর ইভিএমের মাধ্যমে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত জাহাঙ্গীর আলম (নৌকা), বিএনপি মনোনীত সিরাজুল ইসলাম মনি (ধানের শীষ), বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মাজিবুল হক মালিক মজু (মোবাইল ফোন), ইসলামী আন্দোলনের তুষার ইমরান (হাতপাখা), স্বতন্ত্র প্রার্থী তানভীর

আহমেদ মাসরিকী (কম্পিউটার), স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মনিবুল হাসান পলাশ (নারিকেল গাছ) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট সৈয়দ ফারুক উদ্দিন আহম্মেদ (জগ) প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা তারেক আহম্মেদ নির্বাচন কমিশনের দেওয়া আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে প্রার্থীদের নির্দেশনা দেন।

আবারও ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প, এবার প্রত্যাখাত সুপ্রিম কোর্টেও

নির্বাচনে পরাজয় ঠেকাতে নানা কৌশলের অংশ হিসেবে মামলার পথও বেছে নেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সেখানেও প্রত্যাখাত হলেন তিনি।

চারটি অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল বাতিল চেয়ে ট্রাম্পের সমর্থনে করা মামলা খারিজ করে দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। খবর বিবিসির।

কয়েক দিন আগে টেক্সাস অঙ্গরাজ্য মামলাটি করে। অভিযোগে বলা হয় জর্জিয়া, মিশিগান, পেনসিলভানিয়া ও উইসকনসিনের নির্বাচনের ফলাফল বৈধ নয়।
এই চারটি অঙ্গরাজ্যে জো বাইডেন বিজয়ী হয়েছেন।

মামলাটিতে ১৯টি অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল ও কংগ্রেসের ১২৭ জন রিপাবলিকান সদস্যের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট মামলা খারিজ করার কারণ হিসেবে বলেছে— এ মামলার জন্য টেক্সাসের কোনও আইনি সক্ষমতা নেই।

আদালত বলেছে, “যখন অন্য একটি অঙ্গরাজ্য নিজেদের নির্বাচন করে তখন টেক্সাসের সেই নির্বাচনে কোনও বিচারিক আগ্রহ থাকতে পারে না।”

এই আদেশ ট্রাম্পের জন্য আরও একটা ধাক্কা। কারণ এর আগে কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই তিনি বলেছিলেন নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

পেনসিলভানিয়াতেও জো বাইডেনের জয়ের বিরুদ্ধে করা আরেকটি মামলা খারিজ করে আদালত।

মার্কিন ইলেকট্রোরাল কলেজ ভোটে ট্রাম্পকে ৩০৬-২৩২ হারিয়ে দেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জো বাইডেন। ট্রাম্পের চেয়ে দেশব্যাপী ৭০ লাখ ভোট বেশি পান তিনি।

২০১৪ সালে পরাজয়ের জন্য সোনিয়া-মনমোহন দায়ী: লিখে গেছেন প্রণব

২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজিবির কাছে হারের পর থেকে ভারতে লাগাতার শক্তিক্ষয় হয়ে চলেছে কংগ্রেসের। ২০২০ সালে– ৬ বছর পরও চিত্রটা এতটুকু বদলায়নি। সদ্য সমাপ্ত বিহার নির্বাচনেও খারাপ ফল হয়েছে দলের। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকেই হারের জন্য দায়ী করেছেন বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধ নেতা।

এবার আগামী বছর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হতে চলা প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির বই ‘দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ার্স’–এও এই বিষয়টিরই উল্লেখ করা হয়েছে। জানা গেছে, বইটিতে ২০১৪ সালের নির্বাচন হারের জন্য সরাসরি সোনিয়া গান্ধী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকেই দায়ী করেছেন প্রণব। শুধু তাই নয়, তার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরই যে দলের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, সেকথাও লিখেছেন তিনি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পাঁচ বছরের কাজের নিরিখে নরেন্দ্র মোদিকে ‘একনায়ক’ হিসেবেই ব্যাখা করেছেন তিনি।

শুক্রবার ছিল প্রয়াত রাষ্ট্রপতির ৮৫তম জন্মদিন। আর সেদিনই সামনে

এলো ‘দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ার্স’–এ লেখা প্রণব মুখার্জির এই বক্তব্য। বইয়ে তিনি লেখেন, ‘তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেই কংগ্রেস দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সেসময় সোনিয়া গান্ধীও দলের রাশ নিজের হাতে রাখতে পারেননি।

এর সঙ্গেই তিনি ২০১৪ সালের নির্বাচনে হারের প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘কংগ্রেসের কিছু নেতা আমাকে বলেছিলেন যে, ২০০৪ সালে আমি প্রধানমন্ত্রী হলে ২০১৪ সালে কংগ্রেসকে এমন পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হত না। যদিও আমি এটা বিশ্বাস করি না। তবে আমার মনে হয়, আমি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর সোনিয়া গান্ধী দল সামলাতে সক্ষম হননি। অন্যদিকে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং সংসদে না থাকায় দলের সাংসদদের সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যার জন্যই এই ফলাফল হয়েছে।’

এখানেই শেষ নয়, বইটিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিং এবং নরেন্দ্র মোদির প্রথম ইনিংসের কাজের পর্যালোচনাও করেছেন তিনি। মনমোহন সিং প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তার মনমোহন সিং জোটকে বাঁচাতেই বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন, যা প্রশাসনের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলেছিল।’

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পাঁচ বছরের কাজের নিরিখে নরেন্দ্র মোদিকে ‘একনায়ক’ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। এখন দেখার বিষয় আগামী জানুয়ারিতে বইটি প্রকাশের পর আর ও কী কী বিষয় সামনে আসে।

সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন